শিশু নির্যাতন- প্রতিরোধেই সমাধান

শিশু নির্যাতনের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। সারাপৃথিবীতেই কম বেশী শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। বাংলাদেশেও পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট ও ছেটখাট কিছু গবেষণা থেকে শিশু নির্যাতনের প্রমাণ মেলে। শিশু নির্যাতন ঘটলে তার সামগ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা বিশেষ জরুরী। তবে আমাদের উদ্যোগী হতে হবে যেন এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতাগুলো শিশুদের না হয়। সামগ্রিকভাবে এর প্রতিরোধে বহুমুখী উদ্যোগ নিতে হবে। নিচে এজন্য কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করছি।

-যদি শিশু হঠাৎ করে ভয় পেতে শুরু করে, বিপরীত লিঙ্গের মানুষদেরকে এড়িয়ে চলে অথবা তাদের প্রতি অতি আগ্রহী হয়ে উঠতে শুরু করে, যদি যৌন বিষয়ে এমন ধরণের তথ্য সে জানে যা তার জানার কথা নয়, যদি তার কাছে এমন সব উপহারসামগ্রী পাওয়া যায় যা তার কাছে থাকার কথা নয়, যদি তার কাছে যতটুকু টাকা থাকার কথা নয় তার থেকে অনেক বেশী টাকা থাকে, যদি সে হঠাৎ করে বিছান ভিজায়, যদি হঠাৎ অন্য কোন মানসিক রোগের লক্ষণ তার মধ্যে দেখা যায়, যদি তার শরীরে নানা ধরণের আঘাতের চিহ্ন থাকে যার সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছেনা, যদি সে যৌন রোগে আক্রান্ত হয় তবে অভিভাবকদের বিষয়টি সম্পর্কে সঠিকভাবে তদন্ত করে দেখতে হবে। এরকম হলে শিশু নির্যাতিত হচ্ছেই এমনটি বলা যাবেনা, তবে এমন ঘটার একটি সম্ভাবনা আছে। শিশু যদি অভিযোগ করে যে কেউ তাকে নির্যাতন করছে তবে অভিভাবকদের দায়ীত্ব বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা ও খোঁজ-খবর নেয়া। যদি এমন কারো বিরুদ্ধে শিশু অভিযোগ করে যেটা বিশ্বাসযোগ্য নয় তবুও বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নেয়া অত্যন্ত জরুরী।

-যদি এমন কোন কিছু স্কুলের শিক্ষকেরা লক্ষ্য করেন তবে এবিষয়ে পরিবারের সদস্যদের জানানো বিশেষভাবে জরুরী।

-বাবা-মা শিশুকে ভাল স্পর্শ ও মন্দ স্পর্শের বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন। শিশুর দেহ নিতান্তই শিশুর এবং তাকে কেউ অস্বস্তিকরভাবে স্পর্শ করলে বা তাকে দিয়ে অস্বস্তিকর কোন স্পর্শ করাতে গেলে শিশু সেখান থেকে সড়ে এসে বড়দের বলে দিবে। বাবা মা কিশোর-কিশোরী সন্তানদের সাধারণ যৌন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। যৌন ক্রিয়া কি জিনিস, কিভাবে সন্তান জন্মায়, যৌন রোগ ও তার লক্ষণ, এগুলো সংক্রমণ ও এর থেকে রক্ষার উপায়, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে তাদেরকে শেখাতে হবে। এধরণের শিক্ষার ফলে শিশু সাবধান হতে পারবে ও বিপদ এড়াতে সক্ষম হবে। যৌন শিক্ষা বিষয়ক অনেক তথ্য ইন্টারনেটে দেয়া আছে। বাবা-মা আগে নিজেরা এগুলো পড়ে তারপর কতটুকু তথ্য কিভাবে বাচ্চাকে দিবেন তা ঠিক করবেন। প্রয়োজনে তারা সাইকোলজিস্টদের কাছে নিয়ে গেলে তারাও এধরণের জ্ঞান কিশোর-কিশোরীদের দিতে পারেন।

-কিশোর-কিশোরীদের নৈতিকতা শিখাতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষা এক্ষেত্রে ভাল একটি উপায় হিসাবে কাজ করে। শিশুকে শেখাতে হবে যাতে সে অন্যদের কাছ থেকে বাবা-মার সম্মতি ছাড়া কোন খাবার না খায় বা কোন উপহার বা টাকা পয়সা না নেয়।

-শিশুর সাথে বন্ধুত্বের, ভালোবাসার ও বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরী করতে হবে। যাতে তারা বাবা-মাকে যে কোন ধরণের নির্যাতনের কথা বলে দেয়। এমনটা জানতে পারলে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।

-শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়ীত্ব তাদের অভিভাবকদের। সে যাতে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার পায়, তার কাপড়-চোপড়ের কষ্ট না থাকে, তার থাকার ব্যবস্থা ভাল হয়, সে স্নেহ-ভালোবাসা ও মানসিক সমর্থন পায়, কেউ যাতে তাকে না মারে, ভয় না দেখায় বা অন্য কোনভাবে বিপন্ন না করে তা দেখার দায়ীত্ব অভিভাবকদেরই। শিশু-কিশোরদের কারো সাথে একা ছেড়ে না দিয়ে তাদের দিকে সব সময় একটু নজর রাখবেন যাতে কোন সমস্যা না হয়।

-নির্যাতনের শিকার শিশু-কিশোরদের কাউন্সেলিং এর আওতায় নিয়ে আসতে হবে যাতে নির্যাতনের প্রভাবে তারা কেউ কেউ নিজেরাই নির্যাতনকারী হয়ে না উঠেন। যারা নির্যাতনকারী তাদেরকে আইনের আওতায় আনার পাশাপাশি তাদের মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে এই দূষিত মনোবৃত্তি কমে যায় বা একদম বন্ধ হয়ে যায়।

-বাবা-মা ও শিশুর যত্নগ্রহণকারীদের শিশু প্রতিপালন পদ্ধতির বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে তারা শিশুর বিকাশ ও বিকাশের বাধা, কি কি আচরণ শিশুর বিকাশে সহায়ক হবে, শিশুর সমস্যামূলক আচরণ কিভাবে দূর করতে শিশুকে সাহায্য করা যায়, পুরষ্কার পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে শিশুকে ভাল আচরণ শিক্ষা দেয়া, শিশুর জন্য অনুকরণীয় হয়ে উঠা, কি ধরণের শৃঙ্খলা শিশুর সুষ্ঠ বিকাশ নিশ্চিত করবে, ভাল যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে শিখানো হয়। আমাদের দেশে সন্তানপ্রতিপালনের উপর যথাযথ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নেই। তবে ইন্টারনেট থেকে 'প্যরেন্টিং' লিখে সার্চ করলে প্রচুর তথ্য পাওয়া যাবে। এছাড়া 'www.bcps.org.bd' –এই ওয়েবাসাইটে সার্চ করলে বাংলায় এবিষয়ে তথ্য পাওয়া যাবে।

- বিদেশে এক্ষেত্রে সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে ও পুলিশকে অবহিত করলে তারা যথাযথ পদক্ষেপ নেয়। প্রয়োজনে তারা পরিবার থেকে শিশুকে সড়িয়ে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিয়ে নেয়। এছাড়া নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপও নেয়। আমাদের দেশে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে নির্যাতিত নারী ও শিশুদের চিকিৎসা ও অন্যান্য সাহয়তা দেয়া হয়। এছাড়া এই সেন্টার থেকে প্রয়োজনে শিশুকে সুরক্ষা দেয়া হয় ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবহার করে শিশুকে প্রয়োজনে উদ্ধারের উদ্যোগ নেয়ার সুযোগ রয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে নির্যাতিত নারী ও শিশুদের সহায়তা ও নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন ফর ভায়োলেন্স এগেইন্সট ওমেন এন্ড চিল্ড্রেন নামের চব্বিশ ঘন্টা চালু থাকে এমন একটি টেলিফোন নম্বর চালু করা হয়েছে।

১০৯২১- এই নম্বরে ফোন করলে নির্যাতিত শিশুকে উদ্ধারের ও সহায়তার উদ্যোগ নেয়া হবে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তাদের চলমান কর্মসূচীর অংশ হিসাবে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ও নির্যাতিত শিশুদের সহায়তার কর্মসূচী রয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে হিউম্যান রাইটস অরগানাইজেশ বাংলাদেশ এভাবে সার্চ করে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর যোগাযোগ নম্বর এবং ওয়েবসাইট নম্বর জোগাড় করা যাবে। এছাড়া ব্রেকিং দা সাইলেন্স নামের একটি এনজিও শিশু যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে কাজ করছে। তারা নির্যাতিত শিশুদের কাউন্সেলিং সেবাও দিচ্ছে। ০১৭৭৮২৪৯২৭৭- এটি তাদের হটলাইন নম্বর যা চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে। শিশু যৌন নির্যাতনের ঘটনা এই নম্বরে ফোন দিয়ে জানালে তারা শিশুকে উদ্ধার ও তার সমর্থন নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিবে।

-দারিদ্রদূরীকরণের মাধ্যমে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে পর্ণোগ্রাফি ওয়েবসাইট বন্ধ করা, যৌন কর্মী হিসাবে শিশুদের ব্যবহার বন্ধ করা, শিশু পাচার প্রতিরোধ করা, শিশু শ্রম বন্ধ করা ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। সচেতনতা তৈরীর জন্য গণমাধ্যমগুলোর সাথে সাথে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ বিশেষ উদ্যোগ নিতে পারেন। এছাড়া নির্যাতন প্রতিরোধে শিশুদের সেল্ফ হেল্প দল গঠন করা যায়। শিশু-কিশোরদের তাদের অধিকার সম্পর্কে ও এবিষয়ক আইন -কানুন সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে পরিচালিত হেল্পলাইন নম্বর বিষয়ে, মানবাধিকার নিশ্চিতকল্পে পরিচালিত এনজিও এবং পুলিশের সহায়তা নেয়ার উপায় সম্পর্কে তাদের জানাতে হবে।

আসুন শপথ নেই যে আমরা কোনভাবেই কোন ধরণের শিশু নির্যাতন করবোনা ও সামর্থ্য মতো এধরণের নির্যাতন প্রতিরোধে সর্বোচ্চ করবো। পারিবারিক, সামাজিক, এনজিও ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নিয়ে শিশু নির্যাতন চিরতরে বন্ধ করি। শিশুদের একটা সত্যিকারের ভাল শৈশব নিশ্চিত করি।

লেখকঃ মোঃ জহির উদ্দিন, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট, সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট। লেখাটি অনন্যা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। বর্তমান লেখাটির বিষয়ে মতামত জানাতে লেখককে মেইল করতে পারেন zahirm_bd@yahoo.com -এই ইমেইলে।